

# KAZI NAZRUL ISLAM

## BISHER BANSHI

All Kinds of pdf Download:

[MyMahbub.Com](http://MyMahbub.Com)

বিষের বাঁশী

বৈষ্ণৱবিজ্ঞানসিদ্ধান্ত

## সূচীপত্র

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ	১
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ (আবির্ভাব)	৩
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ (তিরোভাব)	৭
সেবক	১০
জাগৃহি	১২
তূর্য নিনাদ	১৫
বোধন	১৬
উদ্বোধন	১৮
অভয়-মন্ত্র	১৯
আত্মশক্তি	২১
মরণ-বরণ	২৩
বন্দী-বন্দনা	২৪
বন্দনা-গান	২৬
মুক্তি-সেবকের গান	২৭
শিকল পরার গান	২৮
মুক্ত-বন্দী	২৯
যুগান্তরের গান	৩০
চরকার গান	৩২
জাতের বজ্জাতি	৩৪
সত্য-মন্ত্র	৩৬
বিজয়-গান	৪০
পাগল-পথিক	৪১
ভূত-ভাগ্যানোর গান	৪২
বিদ্রোহী বাণী	৪৪
অভিশাপ	৪৭
মুক্ত পিঞ্জর	৪৮
বড়	৫১

## [ আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ ]

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!

গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

আয় রে আমার বীধন-ভাঙার তীর সুখ

জড়িয়ে হাতে কাল-কেউটে গোথরো নাগের

পীত্ চাবুক!

হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান!

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

বুঝিস্নি কি কাদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী!

তোর অভিমান হ'ল শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসী!

(তোর) হাসির বাঁশি আন্লে বুকে যক্ষ্মা-রুগীর রক্ত-বান,

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে, হয় অবোধ।

ছুটে এলি ছায়ার আশায়, মাথায়

তেমনি জ্বলছে রোদ।

ফাঁকির ফানুস ছাই হ'ল তোর,

খুঁজিস এখন রোদ-শাশান।

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তুই যে আগুন, জল-ধারা চাস কার কাছে?

বাল্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে!

ফুলের মালার হলের জ্বলায় জ্বলবি কত অগ্নি-মান।

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

অগ্নি-ফণি! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস্ চুমা,

পাহাড়-ভাঙা জাপটানি তোর—ভাবিস সোহাগ-সুখ-হৌওয়া!

মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু-টান।

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

সুখের লালস শেষ করে দে, স্বার্থপর!

কাল-শশানের প্রেত-আলো! তুই কোথা বল

বীধবি ঘর?

ঘর-পোড়ানো আস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান!

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তোর তরে নয় শীতল ছায়া,

পাশু-তরুণ প্রেম-আসার,

তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু,

রক্ত শিবের চণ্ড মার।

প্রেম-প্রেম তোমার হারাম যে রে

কশাই-কঠিন তুই পাষণ!

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

সাপ ধরে তুই চাপবি বুকে

সইবে না তোমার ফুলের ঘা,

মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ

চুমুর সোহাগ সইবে না!

ডাক-নামে ডাক তোমার তরে নয়,

অহিহান তোমার ভীম কামান!

আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফণি-মন্সার কাঁটার পুরে

আয় ফিরে তুই কাল-ফণী,

বিষের বাঁশি বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা—

"আয় নীলমণি!"

ক্ষুদ্র প্রেমের শূন্যমি ছাড়,

ধনু ক্যাপা তোমার অগ্নি-বাণ!

আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!

ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম

[আবির্ভাব]

নাই তা — জ

তাই না — জ?

ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ!

ক'রে তসলিম হব কুর্নিশে শোর আ-ওয়াজ

শোন কোন্ মুজ্জদা সে উচ্চরে 'হেরা' আজ

ধরা-মার!

উরজ্জু য়ামেন্ নজ্জদ হেযাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম

মেসের ওমান্ তিহারান-সরি' কাহার বিরটি নাম,

পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

চলে আজাম

দোলে তাজাম

খোলে হর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম!

টলে কীথের কলসে কওসর ভর, হাতে 'আব-জম-জম-জাম'।

শোন দামাম কামান্ তামাম্ সামান্

নির্ঘোষি' কার নাম

পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

২

মস্ তান।

ব্যস্ থাম!

দেখ্ মশগুল আছি শিত্তান্ বোস্তান্,

তেগ্ গর্দানে ধরি দারোয়ান্ রোস্তাম্।

কুজ্জিকা : তাজ-মুকুট। তসলিম-সালাম, প্রণাম। শোর-আওয়াজ-বিরটি বিপুল ধ্বনি। মুজ্জদা-বোশু  
ববর, সুসংবাদ। হেরা-আরবের হেরা নামক পর্বত। এই গিরি-শৃঙ্খল ইজরত মোহাম্মদ (সঃ) সাধনার  
সিদ্ধি লাভ করেন। উরজ্জু, য়ামেন, নজ্জদ, হেযাজ, তাহামা- আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম। ইরাক-  
মেসোপটেমিয়া প্রদেশ। শাম-সিরিয়া প্রদেশ। মেসের-মিসর দেশ। ওমান-আরবের এক ছোট রাজ্য।  
সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম- আরবি ভাষায় উচ্চারিত 'দরুদ' বা শান্তিবাণী। মুসলমান মাদ্রেসই ইজরতের  
নামের শেষে এই 'দরুদ' পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ-'তাহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা  
বর্ষিত হউক।'

আজাম- আয়োজন। তাজাম-সওয়াবী। ফিরদৌস-স্বর্গ। হাম্মাম-স্নানাগার। কওসর-অমৃত। ভর-  
ভরা, পূর্ণ। হর-পরী-অলস-কিন্দুরী। আব-জম-জম-মকার 'জমজম' নামক কূপের পবিত্র পানি।  
জাম-পেলাগা। দামাম-দামামা। তামাম-সমস্ত। সামান-সাজ-সরঞ্জাম।

বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান  
গুলফাম!  
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশিতে সে বাগে-বাগ,  
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে বাগে আগ,  
মরু সাহারা গোবীতে সবজার জাগে দাগ!  
নুরে কুর্শির  
পুরে 'জুর'-শির,  
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হরী ফুর্তির,  
খুরে সুখীর ঘন লালী উক্লীষে ইরানি দুরানি তুর্কির!  
আজ বেদুইন তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া  
ছুড়ে ফেলে বদ্রম  
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম"।

৩

'সাবে ইন্'  
তাবে ইন্'  
হ'য়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে দীন!"  
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্ মানাত'-এর ওয়ারেশীন।  
গোয়ে "ওয্বা-হোবল্" ইবলিস্ খারেজিন,—  
কীপে জীন!  
জেন্দার পূবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,  
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর ওক্ত,  
ঘন উথলে অদূরে "জম্-জম্" শরবৎ!  
পানি কওসর,  
মণি জওহর  
আনি 'জিব্রাইল্' আজ হরদম দানে গওহর,  
টানি 'মালিক-উল-মৌত্' জিজির-বাঁধে মৃত্যুর দ্বার পৌহর।

মস্তান-মস্তানা, পাগলা। ব্যাস্-বাস-বাস্, বামে। শিতান-বোতান-শিতানের ফুল-বাগিচা। ভেগ-তলোয়ার। পর্দানে-জঙ্ঘে। রোস্তাম-পারস্যের জলদ্বিখ্যাত দিক্‌জয়ী বীর। কাহারবা-ভালের নাম। গুলজার-মাত। গুলশান-পুষ্প-বাটিকা। গুলফাম-গোলাবি রঙিন। আরবি দরিয়া-আরব সাগর। খুশিতে বাগে বাগ-আহ্লাদে আটখানা। নীলা-নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতে-লোহিত সমুদ্রের। খুন-জোশীতে-রক্ত-উত্তেজনায়া। আগ-আগুন। সাহারা, গোবী-দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সবজার-হরিতেয়। নুরে-জ্যোতিতে। কুর্শি-খোদার সিংহাসনের আসন। জুর-আরবের জুর নামক পর্বত। সুখীর-লালিমার। লালী-অরুণিমা। ইরানি-পারস্যের অধিবাসী। দুরানী-কাবুলি। তুর্কি-তুরস্কের অধিবাসী।

'সাবেইন'-আরবের মূর্তিপূজকগণ। 'তাবেইন'-আজ্জাবহ। চিল্লায়-চিৎকার করে। 'দীন'-সত্যধর্ম। 'লাত্ মানাত'-আরবের মূর্তিপূজকগণের ঠাকুরদের নাম। ওয়ারেশীন-উত্তরাধিকারিগণ, (এখানে) ঐ মূর্তিসমূহের দলবল।

হানি'—বরষা সহসা 'মিকাইল' করে  
উষর আরবে ভিসা,  
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইস্রাফিল'-এর শিসা!

৪

জঙ্ঘ  
কঙ্ঘ  
জাল  
কাল  
ভেদি',— ঘন জাল মেকী গভীর পঞ্জার  
ছেদি',— মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার।  
বেদী— পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার  
ওঙ্কার!  
শঙ্কারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার  
হঙ্কারে ওরে সাক্ষা-সরোদে শাস্ত বঙ্কার ?  
ভূমা— নন্দে রে সব টুটেছে অহংকার।

মর- মর্মরে  
নর- ধর্ম রে  
বড় কর্মরে দিল ইমানের জোর বর্ম রে,  
ডর দিল জ্ঞান—গেয়ে শান্তি নিখিল কিরদৌলের হর্ম রে।  
রণে তাই ত বিশ্ব-বয়তুদ্রাতে  
মন্ত্র ও জয়নাদ—  
"ওয়ে মারহাবা ওয়ে মারহাবা এয় সরওয়ারে কায়েনাত!"

৫

শর- ওয়ান  
দর- ওয়ান  
আজি বান্দা যে ফেরুউন শাদাদ্ নমরুদ মারোয়ানি;  
তাজি বোররাব্ হীকে আস্মানে পরওয়ান,—  
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোরহান—

'কোর-আন'!  
"কোনু যাদুমনি এলি ওরে"—বলি গোয়ে মাতা আমিনায়,  
খোদার হাবিবে বুকে চাপি, আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই।

'ওয্বা হোবল'-আরব মূর্তি-পূজারীদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইবলিস-শয়তান। খারেজিন-এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জীন-ঐদত্য, genii. জেন্দা-জেন্দা বন্দর। মদিনা-শহর ('মদিনা' নামক শহর নয়)। 'কাবা'-মস্কার বিশ্ব বিখ্যাত মস্জিদ। হর ওক্ত-সর্বদা। হরদম-সদাসর্বদা। গওহর-মতি। মালিক-উল-মৌত-ফেরেশতার (স্বর্গীয় মৃত) নাম; জীবের জীবন-সংহার এই যমরাজের হাতে। জিজির-শৃঙ্খল। 'মিকাইল'-ফেরেশতা। ভিসা-সরসা। ইস্রাফিল-প্রহর-বিষাণ-মুখে এক ফেরেশতা। জঙ্ঘজাল-জঙ্ঘাল। কঙ্ঘকাল-কঙ্ঘাল। সরোদ - এক তারের যন্ত্রের নাম।

দূরে আব্দুল্লাহ কহে "ওরে আমিনারে গমি নাই—  
 দেখ সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ, সব ভর-পুর 'কমি' নাই।"  
 "এয় ফর জন্দ"—  
 হায় হরদম  
 ধায় দাদা মোতলেব্ব কাদি',—গায়ে ধুলা কর্দম।  
 "তাই! কোথা তুই?" বলি বাচ্চারে কোলে কাদিছে  
 হামজা দুর্দম।  
 ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ'তে জোর-শোর আসে,  
 ভাসে 'কালাম'—  
 "এয় শামসোজ্জোহা বদরোন্দোজ্জা কামারোজ্জমী সালাম!"

## ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম

[তিরোভাব]

এ কি বিশ্বয়! আজরাইলেরও জলে ভর-ভর ঢাখ!  
 বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর-থর যেন ছুর-ছুর-শোক।  
 জান্-মরা তার পাষণ-পাঞ্জা বিল্কুল ঢিলা আজ,  
 কবজা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ।  
 জিব্রাইলের আতশী পাখা সে ভেসে যেন খান্ খান্,  
 দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান্ আন্-চান্!  
 মিকাইল অবিরল  
 লোনা দরিয়ার সবি জল  
 ঢালে কুলমুগ্ধকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল।  
 একি ঘাদশীর চাঁদ আজ সেই? সেই রবিউল আউওল?

২

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইসরাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ  
 কাৎরায় শুধু! গুমরিয়া কাদে কলিজা-পিশানো বাজ!  
 রসুলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান?  
 তারও বুক বেয়ে আসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান!  
 জমিন্-আস্মান জোড়া শির পাঁও তুলি তাজি বোরবাক,  
 চিখ্ মেরে কাদে 'আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক!

হর-পরী শোকে হায়

জল- ছল ছল চোখে চায়।

আজ জাহান্নামের বহি-সিদ্ধু নিবে গেছে 'ফরি' জল,

যত ফিবুদৌসের নার্গিস্-লালা ফেলে অসি-পরিমল।

ইমান-বিশ্বাস। বিশ্ব-বস্তুগ্ৰাহ-বিশুদ্ধ 'কাবা' বা আদ্বার ঘর। ওয়ে-ওগো, বাছ। মারহাবা-সাবাস।  
 'সরওয়ারে কায়েনাত'-সুটির শ্রেষ্ঠ। 'শরওয়ান'-নওশেরওয়ান নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল  
 বাদশাহ। বান্দা-হজুরে-হাজির গোলাম, বন্দনাকারী। ফেরাউন, শাহাদাদ, নমরুদ, মারওয়ান-বিখ্যাত  
 ঈশ্বরসোধী সব। তাজি-স্নতগামী অশ্ব। বোরবাক-উকৈঃশবার মত স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান-আকাশ।  
 পরওয়ান-পরওয়ানা। সাফারই-সত্যেরই। বোরহান-প্রমাণ। রোয়ে-কাদে। আমিনা-হজরত মোহম্মদ  
 (দঃ) এর জননীর নাম। খোদার হাবিব-আদ্বার বন্ধু (হজরতের খেতাব)। আবদুল্লাহ-হজরতের স্বর্গপুত্র  
 পিতা। রহ-আজা। 'গমি'-দুঃখ। 'গমি নাই'-দুঃখ ক'রো না। ভর-পুর-পূর্ণ। 'কমি'-অপূর্ণ। 'কমি  
 নাই'-আজ কিছু অপূর্ণ নাই।

মৃত্তিকা-মাতা কেঁদে মাটি হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ,  
বেটার জানাজা কাঁধে যেন-তাই বহে ঘন নাড়ি-খাস।

পাতাল-গহরে কীদে জিন, পুন ম'লো কি রে সোলেমান ?

বাকারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান।

ফুল পাতা যত খ'সে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,  
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা-স্নায়ু।

মক্কা ও মদিনায়

আজ শোকের অবধি নাই।

যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে।

কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বৃষ্টি সৃষ্টির দম টুটে।

'নকীবের তুরী ফুৎকারি' আজ বারোয়ারী সুরে কীদে,  
কর তরবারি খান খান করে চোট মারে দূরে চাঁদে ?

আবুবকরের দর দর আসি দরিয়ার পারা করে,

মাত আয়েষার কীদনে মূরছে আসমানে তারা ডরে।

শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,

বলে "আল্লাহ আজ ছাল তুলে নেবো মেয়ে তেগু, দেগে কৌড়া।"

হাঁকে ঘন ঘন বীর —

"হবে জুনা তার তন শির,

আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত—যে নেবে রে তাঁরে গোরে।"

আর দরাজ দস্তে তেজ হাতিয়ার বৌও বৌও ক'রে ঘোরে।

শুধুকে কে রে শুমরিয়া কীদে মসজিদে মসজিদে ?

মুয়াজ্জিনের হোশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোব হুদে।

আজরাইল-যমদুত। বে-দরদ-নির্ময়। সুরাখ-ঝাঁঝরা। খাক-মাটি। নীলা তাজ-আজরাইলের মাথার  
তাজ নীলবর্ণ। জিবরাইল-প্রধান ফেরেশতা ও স্বর্গীয় বাতাবহ। আতশী-অগ্নিময়। মিকাইল-একজন  
ফেরেশতার নাম। ফুল মুগুকে-সর্বদোষে। ইসরাফিল-প্রলয়-বিধাবধারী ফেরেশতা। রসুল-প্রেরিত  
পুরুষ। আজাজিল-শয়তানের নাম। তাজি বোরাক-বোরাক নামক স্বর্গীয় ঘোড়া। আরশ-খোদার  
সিঁহাসন। কিরদোস-বেহেশত, স্বর্গ বিশেষের নাম। নারিস্ লাঙ্গা-ফুলের নাম।

বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,

নাড়ি-হেঁড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁহে চলে ব্যোপে ব্যোপে।

উস্মানে আর হ'শ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,

আলী হাইদর ঘায়ের আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে।

আজ তৌভা সে দু'ধারী ধার

এ আলীর জুলফিকার।

আহা রসুল-দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা এ কীদে,

"কোথা বাবাজান।" বলি' মাথা কুটে কুটে এলো-কেশ নাই বাঁধে।

হাসান-হসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর,

"নানাজান কই!" বলি' খুঁজে ফেরে কতু বা'র কতু ঘর।

নিবে গেছে আজ দিনের দীপালি, খসেছে চন্দ্র-তারা,

আধিয়ারা হ'য়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা।

সাগর-সলিল কৌপায়ে উঠে সে আকাশ ডুবাতে চায়,

শুধু লোনা জলে তার আসি ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায়।

খোদ খোদা সে নির্বিকার,

আজ টুটেছে আসনও তীর।

আজ সখা মহবুবে বুকে পেতে মুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,

তারে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে।

বেহেশত সব আরাস্তা আজ, সেখা মহা ধূম-ধাম,

গাহে হর পরী যত, "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

কাতারে কাতারে করযোড়ে সবে দীড়িয়ে গাহিছে জয়,—

ধরিতে না পেরে ধরা-মা'র চোখে দর দর ধারা বয়।

এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী ?

আজ জন্নীর মুখে হারামণি-পাওয়া-হাসা হাসে জলপতি।

"খোদা, একি তব অবিচার।"

ব'লে কীদে সূত ধরা-মা'র।

আজ অমরার আলো আরো বলমল, সেখা ফোটে আরও হাসি,

শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এলো অমা-রাশি।

\* \* \* \*

আজ স্বরণের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম

ওঠে এ কী ঘন ব্রোল—"সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

তন্-সেহ। দরাজ দস্তে-বিশাল হাতে। জুলফিকার-হজরত আলীর তলোয়ার। মহবুল-লিয়।



## সেবক

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,  
নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?—  
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—  
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঠু ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?  
নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,  
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেয়ের খাঁচা ?  
ঝুটোর পায়ে শির লুটাবে, এতই তীরু সীচা ?—

ফন্সী-কারায় কঁদছিল হায় বন্দী যত ছেলে,  
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,  
পাবক-শিখা হস্তে ধরি' কে তুমি ভাই এলে ?  
“সেবক আমি”—হীকলো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।

দিন-দুনিয়ার আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,  
করছে অসুর হক্-কে না-হক্, হক্-তায়ালয় হেলা!  
রক্ষ-সেনার লক্ষ আঘাত বক্ষে বড়ই বেঁধে,  
রক্ষা কর, রক্ষা কর, উঠতেছে দেশ কোঁদে।  
নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহীদ হবে ম'রে,  
চরণ-তলে দলবে মরণ ভয়কে হরণ ক'রে,  
ওরে জয়কে বরণ ক'রে—

নেই কি এমন সত্য-পুরুষ মাতৃ-সেবক ওরে ?  
কীগুলো সে স্বর মৃত্যু-কাতর আকাশ-বাতাস ছিড়ে,  
বাজ প'ড়েছে বাজ প'ড়েছে ভারত-মাতার নীড়ে!

দানব দ'লে শাস্তি আনে নাই কি এমন ছেলে ?—  
এ কি দেখি গান গেয়ে ঐ অরুণ আঁখি মেলে  
পাবক-শিখা হস্তে ধ'রে কে বাছা মোর এ'লে ?—  
“মাগো আমি সেবক তোমার! জয় হোক মা'র।”

হীকলো তরুণ কারার-দুয়ার ঠেলে!

বিশ্ব-গ্রাসীর ত্রাস নাপি' আজ আসবে কে বীর এসে  
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও।

—কে আছ বীর এসো!

“বন্দী থাকা হীন অপমান!” হীকবে যে বীর তরুণ,—  
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,  
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,  
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।  
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,  
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।

হঠাৎ দেখি আসছে বিশাল মশাল হাতে ও কে ?  
“জয় সত্যম্” মন্ত্র-শিখা জ্বলছে উজ্জল চোখে।  
রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে ?—  
“সেবক তোদের, ভাইরা আমার! —জয় হোক মা'র।”  
হীকলো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে!

## জাগৃহি [ভেটিক ছন্দ]

'হর হর শঙ্কর হর হর বোম'—  
একি ঘন রণ-গোল ছায় চরাচর বোম!  
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রক্ত পিনাক,  
ঘন প্রণব-নিমাদ হাঁকে ভৈরব হাঁক  
ধু ধু দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ,  
হানে কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ!  
আজ ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,  
ঐ ভাঙলো আগল ওরে ভাঙলো আগল!  
বোলে অম্বুদ-ডম্বর কবু বিষণ,  
নাচে থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগলা ঈশান!  
দোলে হিম্মোল ভীম-তালে সৃষ্টি ধাতার,  
বুকে বিশ্বপাতার বহে রক্ত-পাথর!  
ঘোর নির্যোষে "মার মার" দৈত্য, অসুর,  
শ্রেত, রক্ত-পিপাচ, রণ-দুর্মদ সুর।  
করে ক্রন্দসী-ক্রন্দন অন্ধর রোধ—  
আহি মহেশ হে সঙ্কর ফোঁস!  
সূত মৃত্যু-কাতর, হাহা অটহাসি  
হানে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।  
কাল-বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি—  
রণ-উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি!  
উর-হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,  
করে খড়গ ভয়াল, আঁখে বহি-জ্বালা!  
নিয়া রক্তপানের কি অগন্ত্য-তৃষা  
নাচে ছিন্ন সে মস্তা যা, নাই ক দিশা।  
'দে রে রক্ত দে রক্ত দে' রণে ক্রন্দন,  
বুঝি ধেমো যায় সৃষ্টির হুং-স্পন্দন!  
জ্বলে বৈশ্বানরের ধু ধু লক্ষ শিখা,  
আজ বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টিকা!  
শুধু অগ্নি-শিখা ধু ধু অগ্নি-শিখা,  
শোভে করুণার ভালে লাল রক্ত-টিকা!

রণ-শান্ত অসুর-সুর-যোদ্ধ-সেনা,  
শুধু রক্ত-পাথর, শুধু রক্ত-ফেনা।  
একি বিশ্ব-বিশ্বসৈন্য নৃশলে খেলা,  
কিছু নাই কিছু নাই শ্রেত-পিপাচ মেলা।  
আজ ঘরে ঘরে জ্বলে ধু ধু শশান মশান-  
হোক রোষ অবসান, আহি আহি ভগবান।  
আজি বদ্ধ সবার পুতি-গন্ধে নিশাস,  
বিশ্ব-নিসাড়, বহে জোর নাভি-শ্বাস!  
দেহ ক্ষান্ত রণে, ফেল রক্তিনী বেশ,  
খোলো রক্তাক্ত মাতা সঙ্কর বেশ!  
এ তো নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা!  
আজ জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা!  
ভব চরণাবলুষ্ঠিত মহিষ-অসুর,  
হ'ল ধ্বংস অসুর, লীন শক্তি গত্তর।  
তবে সঙ্কর রণ, হোক ক্ষান্ত রোদন-  
হোক সত্য-বোধন আজ মুক্তি-বোধন।  
এসো শুদ্ধা মাতা এই কাল-শশানে  
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে!  
জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!  
আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি-বারি!  
এসো কৈলাস হ'তে মাগো মানস-সরে,  
নীল উৎপল দলে রাঙা আঁচল ভ'রে।  
এসো কন্যা উমা, এসো গৌরী রূপে,—  
বাজো শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে!  
আজ মুক্ত-বেগী মেয়ে একাকী চলে,  
ঐ শেফালী-ভলে হের শেফালী-ভলে।  
ওড়ে এলোমেলো অঙ্কল অগ্নি-বায়,  
হানে চঞ্চল নীল চাওয়া আকাশের গায়।  
যোধে হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী,—  
এলো হৈমবতী, এলো গৌরী রানী।  
বাজো মঙ্গল শীখ, হোক শুভ-আরতি,  
এলো লক্ষী-কমল, এলো বাণী-ভারতী।

## তুর্ঘ নিনাদ

[ গান ]

এলো সুন্দর সৈনিক সুর কার্তিক,  
এলো সিদ্ধি-দাতা, হের হাসে চারদিক!  
ডরা ফুল-খুকি ফুল-হাসি শিউলির তল,  
আজ চোখে আসে জল, শুধু চোখে আসে জল!  
নিয়া মাতৃ-হিয়া নিয়া কল্যাণী-রূপ  
এলো শক্তি স্বাহা, বাজো শীখ জ্বালে ধূপ!  
ভাঁজো মোহিনী সানাই, বাজো আগমনী সুর,  
বড় কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।  
ওঠে কণ্ঠ ছাপি' বাণী সত্য পরম—  
বন্- দে মাতরম্। বন্দে মাতরম্।

কোরাস্

{ (আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষণ-ভার,  
আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব,—কে করে মুশকিল আসান তার ?

মন্দির আজি বন্দীর ঘানি,  
নির্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,  
সন্ধি-মহলে ফন্দীর ফাঁদ, গভীর আন্ধি-অন্ধকার!  
হাঁকিছে নকীব,—হে মহারুদ্ধ, চূর্ণ কর এ ভগ্নাগার।।

রক্ত-মদের বিষ পান করি'  
আর্ত মানব ; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্বাণ স্মরি।  
ফ্রন্দন-ঘন বিধে বনিছে প্রলয়-ঘটার হৃৎকর,—  
হাঁকিছে নকীব,—অভয়-দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার।।

কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল-রাশি  
কে নীলকণ্ঠ ধাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি ?  
উরিবে কখন ইন্দ্রিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড় ?  
হাঁকিছে নকীব,—আন ব্যথা-ক্লেশ-মহন-ঘন অমৃত-ধার।।

কণ্ঠ ক্লিষ্ট ফ্রন্দন-ঘাতে,  
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুণ ঘর মনোবেদনাতে।  
দশভুজ গলে শৃংখল-ভার দশ প্রহরণ-ধারিণী মা'র —  
হাঁকিছে নকীব,—“আবিরাবির্মএধি” হে নব যুগাবতার ?

মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,  
কে শোনাবে তাঁরে চেতন-মন্ত্র ? কে গাহিবে জয় জীবনের জয় ?  
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল বল-দর্পীর অহঙ্কার ?—  
হাঁকিছে নকীব,—সে দিন বিধে খুলিবে আরেক তোরণ দ্বার।।

১

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,  
 দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তী হাসিবে ধীরে।।  
 কেঁদো না, দ'মো না, বেদনা-দীর্ঘ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,  
 দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।  
 জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তথ্যে আবার বিরাজে,  
 শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে।।

২

হ'য়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,  
 যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু, —বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য।।  
 অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদন্ত,  
 ভয় নাই ভাই! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!  
 দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,  
 দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তী হাসিবে ধীরে।।

৩

দু'দিনের তরে ধহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,  
 নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ভ চূর্ণ।  
 পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পুত তীর্থ লভ্যে;  
 কষ্টক-ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।  
 দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,  
 দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তী হাসিবে ধীরে।।

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,  
 সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পরওয়া করি না।  
 যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,  
 বুকে বাঁধ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।  
 দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,  
 দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তী হাসিবে ধীরে।।

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদন্ত,  
 ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!  
 কি ভয় বন্দী, নিঃশ যদিও, আমার আধারে পরিত্যক্ত,  
 যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত।  
 দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,  
 দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তী হাসিবে ধীরে।।

# উদ্বোধন

[ গান ]

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও  
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,  
বাজাও!

অগ্নি-তূর্ব কীপাক সূর্য  
বাজুক রক্ততালে ডেরব —  
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নট-মল্লার দীপক-রাগে  
জ্বলুক তড়িত-বহি আগে  
ডেরীর রঙ্গে মেঘ-মন্ডে জাগাও বাণী জাগত নব।  
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি  
ভিক্ষকের এ লজ্জা-বৃষ্টি,  
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ দাও, তেজ দাও মুক্তি-গরব।  
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে  
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে;  
শীর্ষ তুলিয়া বিধে মোদেরও দাঁড়াবার পুন দাও গৌরব —  
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য  
শ্রেয় হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য  
শৃঙ্খলিতের টুটা'তে বাঁধন আঘাত প্রচণ্ড আহব।  
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নিবীৰ্য এ তেজঃ-সূর্যে  
দীপ্ত কর হে বহি-বীৰ্যে,  
শৌর্য, ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব।  
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

# অভয়-মন্ত্র

[ গান ]

কোরাস { বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়!  
বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয়!  
বল, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়।  
বল, মাইভঃ মাইভঃ, পুরুষোত্তম জয়।  
তুই নির্ভর কর আপনার 'পর,  
আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর!

ওরে যে যায় যাক সে, তুই শুধু বল 'আমার হয়নি লয়'।  
বল 'আমি আছি' আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়।  
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয়! ...

তুই চেয়ে দেখে তাই আপনার মাঝে,  
সেথা জাগত ভগবান রাখে,  
নিজ বিধাতারে মান, আকাশ গলিয়া ক্ষরিবে রে বরাভয়!  
তোর বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারা-রুদ্ধ কি হয়?  
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয়! ...

আজ বন্ধের তোর ক্ষীরোদ-সাগরে  
অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে  
শুধু লক্ষীর ভোগ লক্ষ্য তীহার নয় কিছুতেই নয়!  
তোর অচেতন চিত্তে জাগা রে চেতনা নারায়ণ চিনায়।  
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয়! ...

এ নির্যাতকের বন্দী-কারায়  
সত্য কি কত শক্তি হারায়?  
ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,  
ওরে অঞ্চল আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয়!  
বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয়! ...

ওরে সত্য যে চির-স্বয়ং প্রকাশ,  
 প্রোধিবে কি তার কারাগারে ফাঁস ?

এ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন ? আছে তার আছে ক্ষয় !  
 সেই সত্য মোদের ভাণ্ড-বিধাতা, যার হাতে শুধু রয় ।  
 বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
 বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয় ! ...

যে গেল সে নিজেই নিঃশেষ করি'  
 তাদের পাত্র দিয়া গেল ভরি' ।

এ বন্ধ মৃত্যু পারেনি ক' তীরে পারেনি করিতে লয় !  
 তাই আমাদের মাঝে নিজেই বিলায়ে সে আজ শান্তিময় ।  
 বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
 বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয় ! ...

ওরে রক্ত তখনি ক্ষুদ্রের ঘাসে  
 আগেই যবে সে ম'রে থাকে আসে,  
 ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভয়  
 এ শূদ্র-কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বীধা রয় ?  
 বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
 বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয় ! ...

এ টু'টে-ফেটে-পড়া লোহার শিকল,  
 ভগবানে বেঁধে করিবে বিকল ?

এ কারা এ বেড়ি কভু কি বিপুল বিধাতার ভার সয় ?  
 ওরে যে হয় বন্দী হ'তে দে, শক্তি আত্মার আছে জয় ।  
 বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
 বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয় ! ...

ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী, ভয় ভীত !  
 কেন হেন ঘন অবসাদ চিত ?

বল পর-বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয় ?  
 ভুই আত্মাকে চিন, বল "আমি আছি", "সত্য আমার জয়" ।  
 বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,  
 বল, মাইভঃ মাইভঃ, জয় সত্যের জয় ।  
 বল, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয় !

## আত্মশক্তি [ গান ]

এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর !  
 আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির ।

তুরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ  
 "আমি আছি"-বাণী বিশ্ব-মাঝ,  
 পুরুষ-রাজ !  
 সেই স্বরাজ !

জাগ্রত কর নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর ;  
 আত্ম-ভীতু এ অচেতন-চিত্তে জাগো "আমি"-স্বামী নাস্তা-শির ।।

এস প্রবুদ্ধ, এস মহান  
 শিশু-ভগবান জ্যোতিষ্মান ।  
 আত্মজ্ঞান-  
 দৃষ্ট-প্রাণ !

জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে রাজিছে রক্ত তেজ রবির !  
 উদয়-তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন "আমি-আছি"-র

করহ শক্তি-সুপ্ত-মন  
 রক্ত বেদনে উদ্বোধন,  
 হীন প্রোদন-  
 খিন্ন-জন

দেখুক আত্ম-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুল ক্রন্দসীর !  
 বল, নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি শুদ্ধ বীর !

কে করে কাহারে নির্যাতন  
 আত্ম-চেতন স্থির যখন ?  
 ঈর্ষা-রণ  
 ভীম-মাতন

পদাঘাত হানে পঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,  
 মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির ।

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,  
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান।

কে ভগবান ?—

আত্ম-জ্ঞান!

গাহ উদ্‌গাতা ঋত্বিক গান অগ্নি-মন্ত্র শক্তি শ্রীর।  
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারো বাণীর।

এস বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর,  
আনো উলস সত্য-কৃপাণ বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির।।

মরণ-বরণ

[ গান ]

এস এস এস ওগো মরণ!

এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেঘের ভয় করগো হরণ।।

না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে  
বদ্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,  
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের 'পরে  
রুদ্ধতালে নাচুক তোমার ডাঙন-ভরা চরণ।।

ভীম

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বীশি,  
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি।  
কাঁধে পিঠে কীদে যেথা শিকল জুতোর ছাপ,  
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাচাও মহাপাণ!  
লে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,  
সেথা জ্বালুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নাম-করণ।।

হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কোঁপে  
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যোপে,—  
মেঘগুলোকে শেষ ক'রে দেশ-চিতার বুকে নাচো।  
শব করে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছ।  
মরায় ভরা ধরায়, মরণ! তুমিই শুধু বাঁচো —  
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ।।

এই

জ্ঞান-বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া,  
নাশ কর ঐ ভীকুর কায়া ছায়া!  
মুক্তি-দাতা মরণ! এসো কাল বোশেখীর বেশে;  
মরার আগেই মরুলো যারা, নাও তাদের এসে!  
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা-মরার দেশে,  
তাই শিকল বিকল মাগুছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ।।

তাই

## বন্দী-বন্দনা

[ গান ]

ধু ধু ধু হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,  
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার-গলে  
চলে রে বীর চলে;  
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব-  
রক্ত-শিখা জ্বলে।।

আজি রক্ত নিশি-ভোরে  
একি এ শুনি ওরে  
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,  
৬-এ কাহারো কারাবাসে  
মুক্তি-হাসি হাসে,  
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে।

কোরাস্ :

জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তি-কামী জয়!  
স্বাধীন-চিত জয়! জয় হে!!  
জয় হে! জয় হে! জয় হে!

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,  
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,  
নয়নে ভাস্বর সত্য-জ্যোতি-শিখা,  
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,  
সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিশ কোটি ঐ  
মানব-কল্লোলে।।

ওরা দু'পায়ে দ'লে গেল মরণ-শঙ্কারে,  
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে,  
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কারে,  
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,  
বন্দীশালা মাঝে ঝঙ্ঝা পশেছে রে  
উত্তল কলরোলে।।

আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ফন্দন,  
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিড়িতে বন্ধন,  
নিখিল গেহ যথা বন্দী-কারা, সেথা  
কেন রে কারা-আসে মরিবে বীর-দলে।  
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা  
মুক্ত নভ-তলে।।

আজি ধ্বনিছে দিগ্ধ শৃঙ্খ দিকে দিকে,  
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,



## বন্দনা-গান

[ গান ]

কোরাস্

{ শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,  
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ।।

তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,  
তাদেরি সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে।  
সম্মান নহে তাহাদের তরে জন্মন-রোল দীর্ঘশ্বাস,  
তাহাদেরি পথে চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ঐ বন্দী-বাস ।।  
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,  
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ।।

মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন ? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।  
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব ভাই।  
জ্বালেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বন্ধ-মাঝ,  
আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ ।।  
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,  
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ।।

কাদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সংঘ হে,  
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভাতৃ-অঙ্গ হে!  
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ  
হিন্দু-মুসলিম্ চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান ।।  
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,  
আমরা তাদের ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ।।

## মুক্তি-সেবকের গান

[ গান ]

ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!  
তোদের কোন ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ান ছিল-ছিল ?  
ঐ কারা-ঘর তো নয় হারা-ঘর,  
হোথাই মেলে মা'র-দেওয়া বর রে!  
ওরে হোথাই মেলে বন্দিনী মা'র বুক-জুড়ানো কোল!  
তবে কিসের রোদন-রোল ?  
তোরা মোহ রে আখির জল!  
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!

আজ কারায় যারা, তাদের তরে  
গৌরবে বুক উঠুক তবে রে!  
মোরা ওদের মতই বেদনা ব্যথা মৃত্যু আঘাত হেসে  
বরণ যেন করতে পারি মা'কে ভালবেসে।  
ওরে স্বাধীনকে কে বাঁধতে পারে বল ?  
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!

ও ভাই প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর  
মরবে নিজেই মিথ্যা, ভীকু চোর।  
মোরা কাদিব না আজ যতই ব্যথায় পিসুক কল্জে-তল।  
মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুর পশুর দল ?  
মোরা কাদিব যেদিন আসবে তা'রা আবার ফিরে রে,  
কাঙালিনী মায়ের আমার এই আঙিনা-তল।  
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল ।।

## শিকল—পরার গান

এই শিকল—পর্য ছল মোদের এ শিকল—পর্য ছল।  
 এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল।।

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,  
 ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বীধন—ভয়।  
 এই বীধন প'রেই বীধন—ভয়কে করবো মোরা জয়,  
 এই শিকল—বীধা পা নয় এ শিকল—ভাঙা কল।।

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব ধ্বাস,  
 আর আস দেখিয়েই করবে ভাবছো বিধির শক্তি হ্রাস!  
 সেই ভয়—দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,  
 এবার আনবো মাইভঃ—বিজয়—মন্ত্র বল—হীনের বল।।

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়;  
 সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়!  
 মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাত্তয়,  
 মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু—জয়ের ফল।।

ওরে ফেন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা,  
 এ যে মুক্ত—পথের অগ্রদূতের চরণ—বন্দনা!  
 এই লাক্ষিতেরাই অত্যাচারকে হান্ছে লাক্ষনা,  
 মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।।

## মুক্ত—বন্দী

[ গান ]

বন্দি তোমায় ফন্দি—করার গণ্ডী—মুক্ত বন্দী—বীর,  
 লঙ্ঘিলে আজি ভয়—দানবের ছয় বছরের জয়—প্রাচীর।

বন্দি তোমায় বন্দী—বীর।  
 জয় জয়ন্ত বন্দী—বীর!!

অগ্রে তোমার নিনাদে শব্দ, পশ্চাতে কীদে ছয়—বছর,  
 অধরে শোনো ডঙ্কর বাজে—“অশ্রুসর হও, অশ্রুসর।”  
 কারাগার ভেদি' নিঃশ্বাস ওঠে বন্দি কান্ ফন্দসীর,  
 ডান—আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম—আঁখে ঝরে অশ্রু—নীর!  
 বন্দি তোমায় ফন্দি—করার গণ্ডী—মুক্ত বন্দী—বীর,  
 লঙ্ঘিলে আজি ভয়—দানবের ছয় বছরের জয়—প্রাচীর।

বন্দি তোমায় বন্দী—বীর।  
 জয় জয়ন্ত বন্দী—বীর!!

পথ—তরু—ছায় ডাকে 'আয় আয়' তব জননীর আর্ত স্বর,  
 এ আশুন—ঘরে কীপিল সহসা 'সপ্তদশ সে বৈশ্বানর'।  
 আগমনী তব রণ—দুন্দুভি বাজিছে বিজয়—ভৈরবীর,  
 জয় অবিনাশী উদ্ধা—পথিক চির—সৈনিক উচ্চ—শির।  
 বন্দি তোমায় ফন্দি—করার গণ্ডী—মুক্ত বন্দী—বীর,  
 লঙ্ঘিলে আজি ভয়—দানবের ছয় বছরের জয়—প্রাচীর।

বন্দি তোমায় বন্দী—বীর।  
 জয় জয়ন্ত বন্দী—বীর!!

রুদ্ধ—প্রতাপ হে যুদ্ধ—বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব বলে।  
 তুলো না বন্ধু, দলেছ দানব যুগে যুগে তব পদ—তলে!  
 এ নহে বিদায়, পুন হবে দেখা অমর—সমর—সিদ্ধ—তীর,  
 এস বীর এস, ললাটে একে দি' অশ্রু—তপ্ত লাল রুধির।  
 বন্দি তোমায় ফন্দি—করার গণ্ডী—মুক্ত বন্দী—বীর,  
 লঙ্ঘিলে আজি ভয়—দানবের ছয় বছরের জয়—প্রাচীর।

বন্দি তোমায় বন্দী—বীর।  
 জয় জয়ন্ত বন্দী—বীর!!\*

## যুগান্তরের গান

[ গান ]

বল ভাই মাইভঃ মাইভঃ,  
নবযুগ ঐ এলো ঐ

এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে।

বল জয় সত্যের জয়  
আসে ভৈরব-বরাভয়

শোন্ অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে।।

রে বধির! শোন্ পেতে কান  
ওঠে ঐ কোন্ মহা-গান

হাঁকছে বিষণ ডাকছে ভগবান রে।

জগতে লাগল সাড়া  
জেগে ওঠে উঠে দাঁড়া

ভাঙ পাহারা মায়ার কারা-ঘর রে।

যা আছে যাক না চুলায়  
নেমে পড় পথের ধুলায়

নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে।।

লে ঝড়ের ঝাপটা লেগে  
ভীম আবেগে উঠনু জেগে

পাষণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে।

ভুলেছি পর ও আপন  
ছিঁড়েছি ঘরের বঁধন

স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।

যারা ভাই বন্ধ কুঁয়ায়  
থেয়ে মা'র জীবন গুঁয়ায়

তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে।।

- ০ -

ঝড়ের ঝাঁটার ঝাণ্ডা নেড়ে  
মাইভঃ-বাণীর ডঙ্কা মেরে

শঙ্কা ছেড়ে হীক্ প্রলয়ঙ্কর রে।

তোদের ঐ চরণ-চাপে

যেন ভাই মরণ কাঁপে,

মিথ্যা পাপের কণ্ট চেপে ধব্ রে।

শোনা তোর বুক-ভরা গান,

জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ,

দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে।।

- ০ -

মোরা ভাই বাউল চারণ,

মানি না শাসন বারণ

জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।

দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি

হাসি জোর জয়ের হাসি,

অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।।

গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,

মরা-প্রাণ উটুকে দেখাই

ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।।

- ০ -

খুঁড়ব কবর তুড়ব শাশান

মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ

আনুব বিধান নিদান কালের বর রে।

শুধু এই ভরসা রাখিস্

মরিসুনি তিরি গোছিস্

ঐ শুনেছিল ভারত-বিধির স্বর রে।

ধব্ হাত ওঠ রে আবার

দুর্যোগের রাত্রি কাবার,

ঐ হাসে মা'র মূর্তি মনোহর রে।।

ঘোরে-

ঐ ঘোরে ঘোরে আমার সাধের চরকা ঘোরে  
স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।।

১

তোর ঘোরার শব্দে ভাই

সদাই শুন্তে যেন পাই

ঐ খুলল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।  
যু'রে আসল ভারত-ভাণ্ড-রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর।।

২

ঘর ঘর তুই ঘোরে রে জোর

ঘরঘর ঘূর্ণিতে তোর

ঘুচুক ঘূমের ঘোরে

তুই ঘোরে ঘোরে ঘোরে।

তোর ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর ভোপ কমানের টুটুক জোর।।

৩

তুই ভারত-বিধির দান,

এই কাঙাল দেশের প্রাণ,

আবার ঘরের লক্ষী আসবে ঘরে শুনে তোর ঐ গান।

আর লুটতে নারবে সিদ্ধ-ডাকাত বৎসরে পর্যবসি ফোড়।।

৪

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,

তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে

রচলি চক্রে তোর,

তুই ঘোরে ঘোরে ঘোরে।

আবার তোর মহিমায় বুঝল দু'ভাই মধুর কেমন মায়ের ফোড়।

ভারত বঙ্গ-হীন যখন

কৈদে ডাকুল-নারায়ণ!

তুমি লজ্জা-হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,  
তাই দেশ-দৌপদীর বস্ত্র হরতে পারল না দুঃশাসন-চোর।

৬

এই সুদর্শন-চক্রে তোর

অত্যাচারীর টুটল জোর রে ছুটল সব গুমোর

তুই ঘোরে ঘোরে ঘোরে।

তুই জোর জুলুমের দশম ধন, বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর।।

৭

হয়ে অনু বস্ত্র হীন

আর ধর্মে কর্মে ক্ষীণ

দেশ ডুবছিল যোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,  
তখন আনলে অনু পণ্য-সুখা, খুললে স্বর্গ মুক্তি-দোর।।

৮

শাস্তে জুলুম নাশতে জোর

খন্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ডোর,

তুই ঘোরে ঘোরে ঘোরে।

মোরা ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে দেখি চলছে চরকা, রাত্রি তোর।।

৯

তুই সাত রাজারই ধন,

দেশ-মা'র পরশ-রতন,

তোর স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম্য মোক্ষ মন।

তুই মায়ের আশিস, মাথার মানিক, চোখ ছেপে' বয় অশ্রু-গোর।।

৩-

## জাতের বজ্জাতি

[ গান ]

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া  
হুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া ।।

হাঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,  
তাই ত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে এক শ'-খান !

এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া

প'চে আছিস বাসি মড়া,

মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হক্কাহয়া ।।

জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহন-শীল,

তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছৌওয়া-ছুয়ির ছোট্ট টিল ।

যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,

আজ নয় কাল ভাঙবে সে ত,

যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া ।।

দিন-কানা সব দেখতে পাস্নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,

কেমন ক'রে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জীতা-কলে ।

(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,

সূর্য ত্যজি নিলি বাতি,

(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো খোওয়া ।।

মনু ঋষি অণুসমান বিপুল বিধে যে বিধির,

বুঝলি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস্ শির ।

ওরে মূর্খ ওরে জড়,

শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,

(তোরা) চিন্‌লি নে তা চিনির বলদ, সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া ।

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর,

মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম পর ।

(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা ক'রে

স্রষ্টায় পূজিস্ জীবন ভ'রে,

ভয়ে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভী দোওয়া ।।

বলতে পারিস্ বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন্ সে জাত ?

কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছৌওয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?

নারায়ণের জাত যদি নাই,

তোদের কেন জাতের বলাই ?

(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা'র মুখে দিস ধূপের ধোয়া ।।

ভগবানের যৌজদারী-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার,

(তোরা) পৈতে টিকি টুপি টোপর সব সেধা ভাই একাকার ।

জাত সে শিকের তোলা রবে,

কর্ম নিয়ে বিচার হবে,

(তা'পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিম্বা স্বর্গে খোওয়া ।।

(এই) আচার বিচার বড় ক'রে প্রাণ-দেবতায় ক্ষুদ্র ভাবা,

(বাবা) এই পাপেই আজ উঠতে বসতে সিঙ্গী-মামার খাচ্ছ থাবা ।

(তাই) নাই ক' অন্ন, নাই ক' বস্ত্র,

নাই ক' সম্মান, নাই ক' অস্ত্র,

(এই) জাত-জুয়াড়ীর ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া ।।

## সত্য-মন্ত্র

[ গান ]

পৃথিবী বিধান যাক পুড়ে তোর,  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
(এই) খোদার উপর খোদাকারী তোর  
মানবে না আর সর্বলোক  
মানবে না আর সর্বলোক!!

(তোরা) ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,  
নিবুক না রে, কিসের ভয়?  
ঔধারকে তোর কিসের ভয়?  
(এই) ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো,  
ভবনটাই সে সত্য নয়।  
ঘরটাই তোর সত্য নয়।  
(এই) বাইরে জ্বলছে চন্দ্র সূর্য  
নিত্য-কালের তাঁর আলোক।  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
লোক-সমাজের শাসক রাজা,  
(আর) রাজার শাসক মালিক যেই,  
বিরাট যীহার সৃষ্টি এই,  
তাঁর শাসনকে অগ্রে মান্  
তার বড় আর শাস্ত্র নেই,  
তার বড় আর সত্য নেই!  
সেই খোদা খোদা সহায় তোর,  
ভয় কি? নিশি মন্দ ক'ক'।।  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
বিধির বিধান সত্য হোক!!

বিধির বিধান মানতে গিয়ে  
নিষেধ যদি দেয় আগল  
বিশ্ব যদি কয় পাগল,

আছেন সত্য মাথার 'পর,—

বে-পরওয়া তুই সত্য বল।  
বুক ঠুকে তুই সত্য বল!  
(তখন) তোর পথেরই মশাল হ'য়ে  
জ্বলবে বিধির রদ - চোখ!  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
বিধির বিধান সত্য হোক!!

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র  
আজ আছে কা'ল নাইক আশ,  
কা'ল তারে কাল করবে গ্রাস।  
হাতের খেলা সৃষ্টি যার  
তাঁর শুধু ডাই নাই বিনাশ,  
ঘটার সেই নাই বিনাশ!  
সেই বিধাতার মাথায় ক'রে  
বিপুল গর্বে বন্ধ ঠোক!  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
সত্যতে নাই ধানাই পানাই,  
সত্য যাহা সহজ তাই,  
সত্য যাহা সহজ তাই;  
আপনি তাতে বিশ্বাস আসে,  
আপনি তাতে শক্তি পাই,  
সত্যতে জোর - জুলুম নাই।  
সেই সে মহান সত্যকে মান্—  
রইবে না আর দুঃখ-শোক।  
বিধির বিধান সত্য হোক!  
বিধির বিধান সত্য হোক!!

নানান মুনির নানান মত যে,  
মান'বি বল সে কার শাসন?  
কয় জনার বা রাখ'বি মন?

এক সমাজকে মানুষে করবে  
আরেক সমাজ নির্বাসন,  
চারদিকে শৃঙ্খল বঁধন।  
সকল পথের লক্ষ্য যিনি  
চোখ পু'রে নে তাঁর আলোক  
বিধির বিধান সত্য হোক।  
বিধির বিধান সত্য হোক!!

সত্য যদি হয় হ্রব তোর,  
কর্মে যদি না রয় ছল,  
ধর্ম-দুর্গে না রয় জল,  
সত্যের জয় হবেই হবে,  
আজ নয় কাল মিলবে ফল,  
আজ নয় কাল মিলবে ফল।

(আর) প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়  
চুষবে রক্ত মিথ্যা-জৌক।  
বিধির বিধান সত্য হোক।  
বিধির বিধান সত্য হোক!!

জ্ঞাতের চেয়ে মানুষ সত্য,  
অধিক সত্য প্রাণের টান,  
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।  
বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন  
প্রাণ-বেদীতেই অধিষ্ঠান,  
আত্মার আসন তাই ত প্রাণ।

জ্ঞাত-সমাজের নাই সেথা ঠাই,  
জগন্নাথের সাম্য-লোক।  
জগন্নাথের তীর্থ-লোক।  
বিধির বিধান সত্য হোক।  
বিধির বিধান সত্য হোক।

চিনেছিলেন খ্রিষ্ট বুদ্ধ  
কৃষ্ণ মোহাম্মদ ও রাম —  
মানুষ কী আর কী তার দাম।

(তাই) মানুষ বাদেই করত ঘৃণা,  
তাদের বুকে দিলাম স্থান  
গান্ধী আবার গান সে গান।  
(তোরা) মানব-শত্রু, তোদেরই হায়  
ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ।  
বিধির বিধান সত্য হোক।  
বিধির বিধান সত্য হোক!!

## বিজয়-গান

[গান]

ঐ অহ-ভেদি তোমার ধ্বজা  
উড়লো আকাশ-পথে।  
মাগো, তোমার রথ-আনা ঐ  
রক্ত-সেনার রথে।।  
ললাট-ভরা জয়ের টিকা,  
অঙ্গে নাচে অগ্নি-শিখা,  
রক্তে জ্বলে বহি-লিখা—মা।  
ঐ বাজে তোর বিজয়-ভেরী,  
নাই দেরি আর নাই মা দেরি,  
মুক্ত তোমার হ'তে।।

আনো তোমার বরণ-ডালা, আনো তোমার শঙ্খ-নারী!  
ঐ দ্বারে মা'র মুক্তি-সেনা, বিজয়-বাজা উঠছে তারি।

ওরে ভীরা! ওরে মরা!  
মরার ভয়ে যাস্নি তোরা;  
তোদেরও আজ ডাকছি মোরা ভাই!  
ঐ খোলে রে মুক্তি-তোরণ,  
আজ একাকার জীবন-মরণ  
মুক্ত এ ভারতে।।

## পাগল পথিক

[গান]

১ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়।  
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।।  
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন  
কে এলো রে ক'রতে ছেদন?  
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়।।  
মরা মায়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী তা'য়ে তা'য়ে  
বুক-ভরা আজ কীদন কেঁদে আনল মরণ-পারের মায়ে।  
পণ ক'রেছে এবার সবাই,  
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই।  
✓ মুক্তি সে ত নিছের প্রাণে, নাই ভিখারির প্রার্থনায়।।

শাস্ত্রত যে সত্য তারি ডুবন ড'রে বাজলো ভেরী,  
অসত্য আজ নিছের বিষেই ম'রলো ও তার নাই ক' দেরি।  
হিংসুকে নয়, মানুষ হ'য়ে  
আয় রে, সময় যায় যে ব'য়ে।  
মরার মতন ম'রতে, ওরে মরণ-ভীতু! ক'জন পায়।।

ইসরাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ইশান-বিষাণ সাথে,  
প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।

পথের বাধা স্নেহের মায়ায়  
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয়!  
রোদন কিসের?—আজ যে বোধন!  
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয়।।



# ভূত-ভাগানোর গান

[ বাউলের গান ]

১

ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতারে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে  
আজ নাহি বুড়ি নাচায় বাবা উঠতে বসতে শু'তে।

ও ভূত যেই দেখেছে মন্দির তোর  
নাই দেবতা নাহি ইতর,  
আর মন্ত্র শুধু দস্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে  
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জু'তে।।

২

ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা  
আজ নকলের বইছে বোঝা,  
ওরে অমনি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে,  
আজ ভূত-ভাগানোর মজা দেখায় বোম্-ভোলা বহুতে!

৩

ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো  
দেখে শুনো হ'ল ধুনো,  
তাই তুলো-ধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁখে,  
ও ভূত নাহি রে তোর নাকের ডগায় পারিসনে তুই ছুঁতে।

৪

আগে-বোঝেনি ক' তোদের ওঝা  
তারা গৌজামিলের মন্ত্র-ভজা।  
(শিখলি শুধু চক্কু-বোঝা)  
শিখলি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘারে থুঁতে,  
তাই আপনাকে তুই হেলা ক'রে ডাকিস স্বর্গ-দূতে।।

৫

ওরে জীবন-হারা, ভূতে-খাওয়া!  
ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া  
সে কি সোজা? — ভূত কি ভাগে ফুস-মস্তুর ফুঁতে?  
তারা ফাঁকির কিন্তু এড়িয়ে-পড়বি কুল-হারা 'কিন্তু'তে!

৬

ওরে ভূত তো ভূত-ঐ মারের চোটে  
ভূতের বাবা উধাও ছোটে!  
ভূতের বাপ ঐ ভয়টাকে মার, ভূত যাবে তোর ছুঁতে।  
তখন ভূতে-পাওয়া এই দেশই ফের ভরবে দেবতা দূতে।।

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি ক'রে সত্য বল।  
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক শুড় শুড়, ঢের মিথ্যা ছল।

এবার তোরা সত্য বল।।

পেটে এক আর মুখে আরেক—এই যে তোদের উণামি,  
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিখে হলি কম-দামি।  
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হ'লি আপন ফাঁকির আফসোসে,  
বাইরে ফাঁকা পাইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোষে।  
তাই হলি সব সেরেফ আজ  
কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ,  
সত্য কথা বলতে ডরাস, তোরা আবার করবি কাজ!  
ফৌপ্রা ঢেকির নেইক লাজ!

ইলুগুড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রাম-ছাগল!  
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল!  
এবার তোরা সত্য বল।।

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,  
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!  
"ভারত হবে ভারতবাসীর"—এই কথাটাও বলতে ভয়!  
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়।

বল রে তোরা বল নবীন—  
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ।

স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,  
চায় না এরা—হহ স্বাধীন!  
কর্তা হবার সখ সবাই, স্বরাজ-ফরাজ ছল কেবল!  
ফাঁকা প্রেমের ফুস-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল!  
এবার তোরা সত্য বল!

মহান-চেতা নেতার দলে তোল রে তরুণ তোদের না'য়,  
ওঁরা মোদের দেবতা, সবাই করুব প্রণাম ওঁদের পায়।  
জানিস্ ত তাই শেষ বলসে স্বতঃই সবার মরতে ভয়,  
ঝড়-তুফানে তাঁদের দিয়ে নয় তরী পার করতে নয়।

জোয়ানরা হা'ল ধরবে তার

করবে তরী তুফান পার!

আল্লা ব'লে মাগ্না তরুণ ঐ তুফানে লাখ হাজার

প্রাণ দিয়ে ত্রাণ করবে মা'র!

সেদিন করিস্ এই নেতাদের ধ্বংস—শেষের সৃষ্টি কল।  
ভয়-ভীর্ণতা থাকতে দেশের প্রেম ফলাবে ঘন্টা ফল।  
এবার তোরা সত্য বল।।

ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,  
কিন্তু সাপের দাঁত না চেঙে মস্ত ঝাড়ে যে বেকুব  
"ব্যায় সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এস বেদান্ত!"  
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অমুনি হবে কৃতান্ত।  
থাকতে বাঘের দন্ত -নখ  
বিফল তাই ঐ প্রেম-সবক!  
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,  
প্রেম মানে না খুন-খাদক।  
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল।  
সেও ভি আচ্ছা, মরুব পিয়ে মৃত্যু-শোণিত-এল্কোহল!  
এবার তোরা সত্য বল।।

প্রেমিক ঠাকুর মন্দিরে যান, গাডুন সেথায় আস্তানা!  
শবে শিবায় শিব কেশবের—তৌবা—তাঁদের রাস্তা না।  
মৃতের সামিল এখন ওঁরা, পূজা ওঁদের জোরসে হোক,  
ধর্মগুরু গোর —সমাধি পূজে যেমন নিত্য লোক!

তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম!

মুক্তি-সেনা চায় হকুম!

চাই না 'নেতা', চাই 'জেনারেল', প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধুম।

মানব-মেধের যজ্ঞধুম।

প্রাণ-আত্মের নিঙড়ানো রস — সেই আমাদের শান্তি-জল।

সোনা-মানিক ভাইরা আমার। আয় যাবি কে তবুতে চল।

এবার তোরা সত্য বল।।

৬

মেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ!

ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো!

আমরা জ্ঞানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!

এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি-মরব শেষ।

নরম গরম প'চে গেছে, আমরা নবীন চরম দল।

ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিবা পাতাল-তল।

## অভিশাপ

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি আমি এমনি শক্তিমান!  
মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান।

আদি ও অন্তহীন

আজ মনে পড়ে সেই দিন —

প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিলু আমি,  
আর চিৎকার করি' কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ-স্বামী।

ভয়ে কালো হয়ে গেল আলো-মুখ তা'র।

ফরিয়াদ করি' গুমরি' উঠিল মহা-হাহাকার —

হিন্ন-কণ্ঠে আর্ত কণ্ঠে তোমাদের ঐ ভীক বিধাতার —

আর্তনাদের মহা-হাহাকার —

যে, "বাঁচাও আমারে বাঁচাও হে মোর মহান বিপুল আমি!

হে মোর সৃষ্টি! অভিশাপ মোর!

আজি হ'তে প্রভু তুমি হও মম স্বামী!" —

শুনি খল খল খল অট্ট হাসিনু, আজি সে হাসি বাজে

ঐ অগ্ন্যুৎপার-উল্লাসে আর নিদাঘ-দগ্ধ

বিনা-মেঘের ঐ শুষ্ক বহু-মাঝে।

সঁপার বুকে আমি সেই দিন প্রথম জাগানু ভীতি, —

সেই দিন হ'তে বাজিছে নিখিলে ব্যথা-ফন্মন গীতি।

জাপটি' ধরিয়া বিধাতারে আজো পিষে' মারি পলে পলে,

এই কাল সাপ আমি, লোকে ভুল ক'রে মোরে অভিশাপ বলে।

## মুক্ত-পিঞ্জর

ভেদি' দৈত্য-কারা

উদিলাম পুন আমি কারা-আস চির-মুক্ত বাধাবন্ধ-হারা।

উদ্দামের জ্যোতি-মুখরিত মহা-গগন-অঙ্গনে,—

হেরিনু, অনন্তলোক দাঁড়াল প্রগতি করি মুক্ত-বন্ধ আমার চরণে।

থেকে গেল ক্ষণেকের তরে বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার,

শুনিল কোথায় বাজে ছিন্ন শৃঙ্খলে কার আহত বন্ধার।

কালের করাতে কার ক্ষয় হ'ল অক্ষয় শিকল,

শুনি আজি তারি আর্ত জয়ধ্বনি ঘোষিল গগন পবন জল স্থল।

কোথা কা'র আখি হ'তে সরিল পাষণ-যবনিকা

তারি আখি-দীপ্তি-শিখা রক্ত-রবি-রূপে হেরি ভরিল উদয়-ললাটিকা।

পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি,

জ্যোতির্লোক হ'তে বরা ককুণা-ধারায়—ডুবে গেল ধরা-মা'র সেই শুষ্ক মাটি,

পাষণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল—

বাহিরিল কোন্ বার্তা নিয়া পুন মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিরাইল।

দৈত্যাগার দ্বারে দ্বারে বার্ষ্য রোষে হাঁকিল প্রহরী!

কৌদিল পাষণে পড়ি

সদ্য-ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!

মুক্তি মার খেয়ে কৌদে পাষণ-প্রাসাদ-দ্বারে আহত অর্গল!

শুনিলাম—মম পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে

নিখিল বন্দীর ব্যথা-শ্বাস—

মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।

ছুটে এসে লুটায় লুটায় যেন পড়ে মম পায়ে;

বলে—"ওগো ঘরে-ফেরা মুক্তি-দূত!

একটুকু ঠাঁই কিগো হবে না ও ঘরে-নেওয়া নায়ে?"

নয়ন নিঙাড়ি' এল জল,

মুখে বলিলাম তবু—"বন্ধু! আর দেরি নাই, যাবে রসাতল

পাষণ-প্রাচীর-যেরা ঐ দৈত্যাগার,

আসে কাল রক্ত-অশ্বে চড়ি' হের দূরন্ত দুর্বার!"—

বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখি

ক্রান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্ত ধ্বনি হাঁকি—

উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,

অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে।

মা আমার! মা আমার! এ কি হ'ল হয়!

কে আমারে টানে মা গো উচ্চ হতে ধরার ধুলায়?

মরেছে মা বন্ধ-হারা বন্ধি-গর্ভ তোমার চক্ষু,

চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।

মা! তোমার হরিণ-শিশুরে

বিষাক্ত সাপিনী কোন্ টানিছে নয়ন-টানে কোথা কোন্ দূরে!

আজ তব নীল-কণ্ঠ পাখি গীত- হারা

হাসি তার ব্যথা-জ্ঞান, গতি তার ছন্দ-হীন, বন্ধ তার ঝর্ণা-প্রাণ-ধারা!

বুঝি নাই রক্ষী-যেরা রাক্ষসে-দেউলে

এল কবে মরু-মায়াবিনী

সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্য-মূলে!

চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল—

কোন্ চপলার কেশ-জ্বাল

কখন জড়াতেছিল গতি-মস্ত আমার চরণে,

লৌহ-বেড়ি যত যায় খুলে, তত বীধা পড়ি কার কঙ্কণ-বন্ধনে!

আজ যবে পলে পলে দিন-গণা পথ-চাওয়া পথ

বলে—"বন্ধু, এই মোর বুক পাতা, আন তব রক্ত পথ-রথ—"

ওনে' শুধু চোখে আসে জল,

কেমনে বলিব, "বন্ধু! আজও মোর ছিঁড়েনি শিকল!

হারায় এসেছি সখা শত্রুর শিবিরে

প্রাণ-স্পর্শমণি মোর,

ব্রিহু-কর আসিয়াছি ফিরে!"...

যখন আছি বন্ধ রুদ্ধ দুয়ার কারাবাসে

কত না আহ্বান-বাণী শুনিলাম লতা-পুষ্প-ঘাসে!

জ্যোতির্লোক মহাসভা গগন-অঙ্গন

জানা'ত কিরণ-সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ!

নাম-নাই জানা কত পাখি

বাহিরের আনন্দ-সভায়—সুরে সুরে যেত মোরে ডাকি'।

শুনি তাহা চোখ ফেটে উছলিত জল—

ভাবিতাম, কবে মোর টুটিবে শৃঙ্খল,

কবে আমি ঐ পাখি-সনে

গাব গান, শুনিব ফুলের ভাষা

অলি হয়ে চাপা-ফুল বনে।

পথে যেত অচেনা পথিক,  
রুদ্ধ পবাক হতে রহিতাম মেলি' আমি তৃষ্ণাতুর আঁখি নির্গমিখ।

তাহাদের ঐ পথ-চলা

আমার পরানে যেন ঢালিত কি অভিনব সুর-সুধা-গলা!

পথ-চলা পথিকের পায়ে পায়ে লুটাত এ মন,

মনে হ'ত, চিৎকারিয়া কেঁদে কই—

“হে পথিক, মোরে দাও ঐ তব বাধা-মুক্ত অলস চরণ!

দাও তব পথ-চলা পা'র মুক্তি-ছৌওয়া,

গলে যাক এ পাষণ, টুটে যাক ও-পরশে এ কঠিন-লোহা!”

সন্ধ্যাবেলা দূরে বাতায়নে

জ্বলিত অচেনা দীপখানি,

ছায়া তার পড়িত এ বন্ধন-কাতর দু'নয়নে!

ডাকিতাম, “কে তুমি অচেনা বধু কার গৃহ-আলো?

কারে ডাক দীপ-ইশারায়?

কার আশে নিতি নিতি এত দীপ ছালো?

ওগো, তব ঐ দীপ সনে

ভেসে আসে দুটি আঁখি-দীপ কার এ রুদ্ধ প্রাঙ্গণে!”—

এমনি সে কত মধু-কথা

ভরিত আমার বন্ধ বিজ্ঞান ঘরের নীরবতা।

ওগো, বাহিরিয়া আমি হায় একি হেরি—

ভাঙা কারা-বাহ মেলি আছে মোর সারা বিশ্ব ঘেরি।

পরাদীনা অনাধিনী জননী আমার —

খুলিল না দ্বার তাঁর,

বুকে তাঁর তেমনি পাষণ,

পথ-তরু-ছায় কেহ “আয় আয় যাদু” বলি ছুড়াল না প্রাণ!

ডেবেছিঁছু ভাঙিলাম রাফস-দেউল

আজ দেখি সে দেউল জুড়ে' আছে সারা মর্ম-মূল!

ওগো, আমি চির-বন্দী আজ,

মুক্তি নাই, মুক্তি নাই,

মম মুক্তি নত-শির আজ নত-লাজ!

আজ আমি অশ্রু-হারা পাষণ-প্রাণের কূলে কাঁদি —

কখন জাগাবে এসে সাধী মোর ঘূর্ণি-হাওয়া রক্ত-অশ্রু উচ্ছ্বল-আঁধি।

বন্ধু! আজ সকলের কাছে ক্ষমা চাই—

শত্রুপূরী-মুক্ত আমি আপন পাষণ-পুরে আজি বন্দী ভাই!

বাড়

[ পশ্চিম-তরঙ্গ ]

বাড়—বাড়—বাড় আমি—আমি বাড়—

শন্—শন্—শনশন শন্—কড়কড় কড়—

কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।

জনু মোর পশ্চিমের অন্তর্গিরি-শিরে,

যাবা মোর জন্মি আচম্বিতে

প্রাচী'র অলঙ্ক্য পথ-পানে।

মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি

ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ-সন্ধানে।

জনিয়েছি হেরিনু, মোরে ঘিরি ক্ষতির অক্ষৌহিনী সেনা

প্রণমি বন্দিল—“প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,

মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস —

প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারি সর্বনাশ!”

বাজিল আকাশ-ঘন্টা, বসুধা-কৌসর;

মার্তণ্ডের ধূপদানী —মেঘ-বাল্প-ধূমে-ধূমে ভরাট অম্বর।

উদ্ধার হাউই ছোটে, গ্রহ উপগ্রহ হ'তে ঘোষিল মঙ্গল;

মহাসিন্ধু-শব্দে বাজে অভিষাপ-আগমনী কলকল কল কলকল কল কলকল কল।

‘জয় হে ভয়ঙ্কর, জয় প্রলয়ঙ্কর’ নির্ঘোষি' ভয়াল

বন্দিল ত্রিকাল-ঋষি।

ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি আশিস দানিল মহাকাল।

উল্লঙ্ঘিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি' বাহ,

আমি নব রাহ!

হেরিলাম সেবা-রতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,

সহসা সে জুলিয়াছে সেবা, আগমন-ভয়ে মোর

প্রস্তর-শিখার সম নিশ্চল নিশ্চল।

অনুমানি' যেন কোন সর্বনাশা অমঙ্গল ভয়

জাগি' আছ শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানমগ্না মাতা, শ্বাস নাহি বয়।

মনে হ'ল ঐ বৃষ্টি হারা-মাতা মোর! মৌনা ঐ জননীর

শুভ্র শান্ত কোলে

— প্রহলাদকুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু —

ঝাঁপাইয়া পড়িলাম ‘মা আমার’ ব'লে।

নাহি জানি কোন ফণি-মনসার হলাহল-লোকে —

কোন বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে —

নাগ-মাতা, কন্দ-গর্ভে জনোহি সহস্র-ফণা নাগ,

ভীষণ তক্ষক-শিশু! কোথা হয় নাগ-নাশী জনোজয় যাগ —

উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন শুণী —

জন্যন্তর-পার হ'তে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি'।

মন্ত্র-তেজে পাণ্ডু হয়ে ওঠে মোর হিঙ্গা-বিষ-ক্লেশ-কৃষ্ণ প্রাণ,

আমার ভূরীয় গতি — সে যে এই অনাদি উদয় হ'তে

হিঙ্গা-সর্প-যজ্ঞ-মন্ত্র-টান!

ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড় —

শন্ — শন্ — শনশন শন্ —

সহসা কে ভূমি এলে হে মর্ত্য-ইন্দ্রাণী মাতা,

তব এই ধূলি — আন্তরগ

বিছায়ে আমার তরে জাতকের জন্যন্তর হ'তে ?

লুকানু ও-অঞ্চল-আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোর মৃত্যু-পথে!

ব্যর্থ হ'ল অঞ্চল-আড়াল; বহি-আকর্ষণ

মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ

রক্তে রক্তে বাজে মোর — শনশন শন্

শন্ — শন্ — এই শুন দূর

দূরান্তর হ'তে মাগো ভাকে মোরে অগ্নি-ঋষি বিষ-হরী সূর!

জননী গো চলিলাম অনন্ত চঞ্চল,

বিষে তব নীল হ'ল দেহ, বৃথা মাগো দাব-দাহে পুড়ালে অঞ্চল!

ছুটে চলি মহা-নাগ, রক্তে মোর শুনি আকর্ষণী,

মমতা — জননী

দাহে মোর পড়িল মুরছি:

আমি চলি প্রলয়-পথিক — দিকে দিকে মারি-মরু রচি।

ঝড় — ঝড় — ঝড় আমি — আমি ঝড় —

শন্ — শন্ — শনশন শন্ — ঝড়ঝড় ঝড় —

কোলাহল — কল্লোলের হিল্লোল-হিন্দোল —

দুরন্ত দোলায় চড়ি-'দে দোল্ দে দোল্'

উল্লাসে হাঁকিয়া বলি, তালি দিয়া যেঘে

উন্মাদ উন্মাদ মোর তুফানিয়া বেগে!

ছুটে চলি ঝড় — গৃহ-হারা শান্তি-হারা বন্ধ-হারা ঝড় —

বেহাচার-ছন্দে নাচি'। ঝড়ঝড় ঝড়

কঠে মোর লুঠে মোর বন্ধ-গিটকিরি,

মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা-পিচকিরি!

উড়ে সুখ-নীড়, পড়ে ছায়া-তরু, নড়ে ভিত্তি রাজ-প্রাসাদের,

তুফান-ভুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।

আমি ছুটি অশান্ত-লোকের

প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণপ্রাস টানি।

লোকে লোকে প'ড়ে যায় প্রলয়ের জন্ত কানাকানি।

ঝড় — ঝড় — উড়ে চলি ঝড় মহাবায়-পঙ্খীরাঙ্গে চড়ি,

পড়-পড় আকাশের কোলা সামিয়ানা

মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াছড়ি!

প্রমত্ত সাগর-বারি — অশ্রু মম তুফানীর খর সুর-বেগে

আন্দোলি' আন্দোলি' ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে

ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার!

আমি ফেন সাপুড়িয়া,

মারি মন্ত্র-মার —

ঢেউ-এর মোচড়ে তাই

মহাসিদ্ধ-মুখে

জল-নাগ-নাগিনীরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুঁকে।

প্রিয়া মোর ঘূর্ণিবায়ু

বেদুইন-বালা

চূর্ণি' চলে ঝড়-চুর মম আগে আগে।

ঋণা-ঝোরা তটিনীর নটিনী-নাচন-সুখ লাগে

শুষ্ক ঝড়কুটো ধূলি শীত-শীর্ষ বিদায়-পাতায়

ফাল্গুনি-পরশে তার — আমার ধমকে নুয়ে যায়

বনস্পতি মহা মহীকুহ, শালগ্রামী, পুন্নাগ দেওদার,

ধরি যবে তার

জাপটি পল্লব-ঝুটি, শাখা-শির ধ'রে সিই নাড়া;

শ্রমরি' কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,

চড়্ চড়্ ক'রে ওঠে পাহাড়ের ঝাড়া শির-দাঁড়া।

প্রিয়া মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে আগে চলে;

পাগলিনী কেশে ধূলি চোখে তার মায়া-মণি বলে।

ঘাগরীর ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি-ধীধা লাগায় নয়নালোকে মোর।

ঘূর্ণিবালা হাসির হস্রা হানি বলে — 'মনোচোর।

ধর ত আমারে দেখি'—

ক্রান্ত-বাস হাওয়া-পরী, বেণী তার দুলে ওঠে সুকঠিন মম ভালে ঠিকি।

পাগলিনী মুঠি মুঠি ছুঁড়ে মারে রাজা পথ-ধূলি,  
হানে গায় বর্ণা-কুলুকুচ্ছ, পদ্ম-বনে আলুথালু খোপা পড়ে খুলি'।

আমি ধাই পিছে তার দূরন্ত উল্লাসে;  
সুকায়ে আলোর বিশ্ব চন্দ্র সূর্য তারা পদন্তর-আসে।  
দীর্ঘ রাজপথ-অজলর সঙ্কুচিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।  
ধরণী-কর্মপৃষ্ঠ দীর্ঘ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে।

পশ্চাতে ছুটিয়া আসে মেঘ-ঐরাবত-সেনাদল  
গজগতি-দোলা-ছন্দে; স্বর্গে বাজে বাদল-মাদল।

সন্ত সাগর শোষি শুণ্ডে শুণ্ডে তারা—  
উপুড় ধরণী-পৃষ্ঠে উগারে নিযুত লক্ষ বারি-তীর-ধারা।

বয়ে যায় ধরা-ক্ষত-রসে  
সহস্র পঙ্কিল স্রোত-ধারা।  
চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ধারা-ফুলে  
বরষার বৃকে ঝলে ঝল-মালা-হার।

আমি ঝড়, হস্তোড়ের সেনাপতি; খেলি মৃত্যু-খেলা  
ঘূর্ণনীয়া প্রিয়া-সাথে। দূর্বোণের হলাহলি খেলা

ধায় মম অশান্ত পশ্চাতে।

মম প্রাণ-রক্তে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহ-মুহ মাতে।  
শ্যাম স্বর্ণ পড়ে পুষ্পে কীপে তার অনন্ত কলাপ।—

দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-ফুলন্ত-প্রলাপ  
ভূমিকম্প-জরজর ধরধর ধরিতীর মুখে।

বাসুকী-মন্দার সম মস্থনে মস্থনে মম সিদ্ধ-ভট ভরে ফেনা-থুকে।  
জেগে ওঠে মম সেই সৃষ্টি-সিদ্ধ-মস্থন-ব্যথায়

রবি শশী তারকার অনন্ত বৃন্দবৃন্দ; — উঠে ভেঙে যায়  
কত সৃষ্টি কত বিশ্ব আমার আনন্দ-গতি পথে।

শিবের সুন্দর ধ্রুব-আখি  
যমের আরক্ত ঘোর মশাল-নয়ন — দীপ মম রথে।

জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত 'মিকাইলের' আতশী-পাখায়।  
অনন্ত-বন্ধন-নাগ-শিরস্ত্রাণ পোড়ে শিরে! শিখী-চূড়া তায়  
শনির অশনি ঐ ধূমকেতু-শিখা,  
পশ্চাতে দুলিছে মোর অনন্ত আধার চিররাত্রি-যবনিকা।

জটা মোর নীহারিকাগুঞ্জ-ধূম পাটল পিকাস,  
বাহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিকাশ!

ঝড় — ঝড় — ঝড় আমি — আমি ঝড় —

ঝড়কড় কড়—

বজ্র-বায়ু দন্তে-দন্তে ঘর্ষি' চলি ফোটে।  
ধূলি-রক্ত বাহ মম বিক্যাচল সম রবি-রশ্মি-পথ রোখে।

ঝঙ্কনা-ঝাপটে মম

ভীত কূর্ম সম

সহসা সৃষ্টির খোলে নিয়তি লুকায়।

আমি ঝড়, জ্বলুনের জিজির-মঞ্জীর বাজে ক্রান্ত মম পা'য়।  
ধাকার ধমকে মম খান খান নিষিক্তের নিরুদ্ধ দুয়ার,  
সাগরে বাড়ব লাগে, মড়ক দুয়ার্কি ধরে আমার ধুয়ার।  
কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডব্বর ডিঙিম্

দিম্ দিম্ দিম্!

অন্ধর-ডঙ্কার ডামাডোল

সৃজনের বৃকে আনে অশ্রু-বন্যা ব্যথা-উতরোল।

ভাঙারে সঙ্কিত মম দুর্বাসার হিংসা ফোটে শাপ।

ভীমা উগ্রচণ্ডা ফেলে উদ্ধারপী অগ্নি-অশ্রু, সহিতে না পারি' মম তাপ।

আমি ঝড়, পদতলে 'আতঙ্ক'-কুঞ্জর, হস্তে মোর 'মাভৈঃ'-অঙ্কুশ।

আমি বলি, ছুটে চল প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে,—

হে নবীন পুরুষ পুরুষ!

কক্কে তোলা উদ্ধত বিদ্রোহ-ধ্বজা, কন্টক-অশ্রু রে নিভীক!

পুরুষ ফন্দন-জয়ী,— দুঃখ দেখে দুঃখ পায় — দিক্ তারে দিক্!

আমি বলি, বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেল লুফোলুফি খেলা!

বীর নিক্ বিপ্লবের লাল-ঘোড়া,

ভীক্ নিক্ পারে-ধাওয়া পলায়ন-ডেলা!

আমি বলি, প্রাণানন্দে গিয়ে নে রে বীর,

জীবন-রসনা দিয়া প্রাণ ভ'রে মৃত্যু-ঘন-স্বীর।

আমি বলি, নরকের 'নার' মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুণ্ড সূর্যের হাওয়ামে।

ত্রৌদ্রের-চন্দন-শুচি, উঠে বস্ গগনের বিপুল তাজামে।

আমি ঝড় মহাশক্তি স্বস্তি-শান্তি-ধীর,

আমি বলি, শাসন-সুসুপ্তি শান্তি —

জয়নাদ আমি অশান্তির।

পশ্চিম হইতে পূবে বাধুনা-ঝাঁঝর  
ঝাঝা-জগজগৎ ঘোর-বাছায়ে চলেছি ঝড় —  
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন্

ঝমরু ঝমরু ঝন্ ঝনন্ ঝনন্ শন্  
শনশনশন্

হহ হহ হহ —

সহসা কম্পিত-কণ্ঠ-ক্রন্দন শুনি কার — “উহ! উহ উহ উহ!”

সজ্জল কাজল-পঙ্খ কে সিক্ত-বসন একা ভিজে —

বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিঞ্জে।

নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে চোখের কাজল,

মলিন করেছে তার কালো আঁখি — তার।

বায়ে-ওড়া কেতকীর গীত পরিমল।

এ কোন্ শ্যামলী পরী পূবের পরীস্থানে কেঁদে কেঁদে যায় —

নবোদ্ভিন্ন ঝুড়ি-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায়।

জ্বগেছে বালার বুক এক বুক ব্যথা আর কথা,

কথা শুধু প্রাণে কীদে,

ব্যথা শুধু বুক বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা।

কদম্ব তমাল তাল পিয়াল — তলায়

দূর্বাদল-মথমলে শ্যামলী-আলতা তার মুছে মুছে যায়।

বাঁধে বেণী কেয়া-কাঁটা-বনে।

বিদেশিনী দেয়াশিনী একমনে দেয়া-ডাক শোনে।

দাদুরীর আদুরী কাজুরী

শোনে আর আঁখি-মেঘ-কাজল গড়ায়ে

দুখ-বারি পড়ে ঝরঝরি।

ঝিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ — রিমিরিমি রিম ঝিম্

বাজে পাইছোর —

কে তুমি পূরবী বালা? আর যেন নাহি পাই জোর

চলা-পায়ে মোর, ও-বাজা আমারো বুক বাজে।

ঝিল্লির ঝিমালী-ঝিনিঝিনি

শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে!

আমি ঝড়? ঝড় আমি? — না, না, আমি বাদলের বায়!

বন্ধু! ঝড় নাই

কোথায়?

ঝড় কোথা? কই? —

বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ —

ঐ শোনো, শোনো তার হেয়ার চিকুর,

ঐ তার ক্ষুর-হানা ঘেঘে! —

না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে,

হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর! তুমি থেকে জেগে!

তুমি রক্ষী এ রক্ত-অশ্বের,

হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা! — শুন শুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের —

পূবের হাওয়ায় —।

যায় — যায় — সব ভেসে যায় —

পূবের হাওয়ায় —

হায়! —



All kinds of pdf Download:

[MyMahbub.Com](http://MyMahbub.Com)